|  |
| --- |
| **পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের গুরুত্ব:** বাংলাদেশ মূলতঃ একটি পলিভরণকৃত ব-দ্বীপ। তাই এদেশের মানুষের জীবন-জীবিকা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও অর্থনীতি পানিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। দেশের পানি সম্পদের কার্যকর ও সফল ব্যবস্থাপনা, পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, বন্যা পূর্বাভাস, সতর্কীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন, নদী ভাঙ্গন রোধ, নদীর নাব্যতা রক্ষা, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, উপকূলীয় বাঁধ রক্ষা, হাওর-বাঁওড়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

**1.2 Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট:** Allocation of business অনুযায়ি নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের সরাসরি কোন ম্যান্ডেট নেই। তবে, পরোক্ষভাবে এ মন্ত্রণালয় নানা ধরনের কাজ করে থাকে। যেমন: পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা অনুসারে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনে ৩৩% নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকার বিধান রয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড এর প্রকল্পের ৩০% মাটির কাজ নারীদের দ্বারা সংগঠিত L.C.S এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে বিধায় তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেচ কার্যক্রমে গ্রামীণ নারীগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা**

নারীর সামগ্রিক উন্নয়নে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১-৪১ এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ মন্ত্রণালয়ের জন্য দিক নির্দেশনা রয়েছে। জাতীয় নারী নীতি-২০১১ তে মন্ত্রণালয়কে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল ধারায় নারীর পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, নারী সমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা, রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে, আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করতে হবে। এছাড়া, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নিজ নিজ কর্ম-পরিকল্পনায় জেন্ডার প্রেক্ষিতের প্রতিফলন ঘটাতে হবে যাতে করে সকল খাতে নারীর সুষম অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

**3.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ**

**পানি সম্পদের সুষম, সমন্বিত ও টেকসই ব্যবস্থাপনা:** পানি উন্নয়ন বোর্ডের সেচ, খাল খনন ও পুনঃখনন কার্যক্রমে গ্রামীণ নারীগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে প্রায় 0.৬০ কোটি জনদিবস কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এতে তাদের আয় বৃদ্ধিসহ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রভাবে নারীদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন হবে।

**বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদীতীর ভাঙ্গন রোধকরণ:** বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাসকরণের লক্ষ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, মেরামত ও পুনর্বাসন এবং নিষ্কাশন খাল খনন ও পুনঃখনন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ কাঠামো (স্লুইস ও রেগুলেটর) নির্মাণ ও মেরামত, নদী তীর সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে নারীদের সম্পত্তি রক্ষা পাবে, যা তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হবে।

**ইকো-সিস্টেম সংরক্ষণ এবং হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন:** পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং Climate Smart Intregrated Coastal Resources Database (CSICRD) প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য নারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

**4.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

| **ক্রমিক নং** | **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব)** |
| --- | --- | --- |
| **১** | **২** | **৩** |
| ১. | **কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে নদী ও খাল খনন**/**পুনঃখনন, অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ** | * খাল-নদী খনন/পুনঃখনন, অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি কার্যক্রমের ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর (নারী-পুরুষ) ফসল ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পাবে। এছাড়া, এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যার একটি বড় অংশ নারী। ফলে, নারীর সামাজিক নিরাপত্তাসহ ক্ষমতায়নে এ সকল কার্যক্রম সহায়ক ভূমিকা রাখবে। * পানি উন্নয়ন বোর্ডের আগামী তিন অর্থবছরে বাস্তবায়নযোগ্য বিভিন্ন সেচ কার্যক্রমে গ্রামীণ নারী গোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। |
| ২. | **উপকূলীয় এলাকার বিদ্যমান বাঁধ-অবকাঠামো মেরামত, সংস্কার, পুন:নির্মাণ ও উন্নয়ন, নতুন বাঁধ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বনায়ন কর্মসূচি** | * উপকূলীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপকূলীয় এলাকায় বিদ্যমান বাঁধ, অবকাঠামো মেরামত, সংস্কার, পুন:নির্মাণ, নতুন বাঁধ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বনায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে। |
| ৩. | **অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা, জনগণের জান-মাল রক্ষা ও কৃষি জমির ফসল রক্ষাকল্পে ভাঙ্গন প্রতিরোধ কাজ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ** | * অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা, শহর ও স্থাপনা রক্ষা, জনগণের জান-মাল এবং কৃষি জমি বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের। এ দায়িত্ব বিবেচনায় রেখে বিশেষতঃ বন্যা প্লাবিত অঞ্চলে জীবন ও অর্থনীতির গতিধারা স্বাভাবিক রাখার প্রয়াসেই বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে তাঁদের কর্মসংস্থান হবে এবং সহায়-সম্পত্তি রক্ষা পাবে, যা দারিদ্র্য নিরসনে ভূমিকা রাখবে। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে নারীদের সম্পৃক্তকরণের ফলে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। |
| ৪ | **আন্ত:সীমান্ত নদীসমূহের পানির ন্যায্য হিস্যা প্রাপ্তি** | * একই অববাহিকায় আন্তঃসীমান্ত নদীসমূহের পানির ন্যায্য হিস্যা ও তথ্য উপাত্ত প্রাপ্তির মাধ্যমে সেচ সুবিধা তথা কৃষি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও মৎস সম্পদের উন্নয়ন সম্ভব হবে বিধায় নারীর কর্মসংস্থান ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। |

**5.০ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

**5.১ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ**

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিবালয়ে মোট জনবলের মধ্যে ২০.১৮%, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে ১০.০৬%, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরে ১৮.৯১%, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থায় ১২.১৬%, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটে ১৩% এবং যৌথ নদী কমিশনে ১১.১১% নারী কর্মরত আছে।

**5.২ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা :**

(কোটি টাকায়)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | | | **সংশোধিত 2022-২3** | | | **বাজেট 2022-২3** | | | **প্রকৃত 2021-22** | | |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**6.০ বিগত তিন বছরে নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI) সমূহের অর্জন**

| **কার্যক্রম** | **ফলাফল**  **নির্দেশক** | **পরিমাপের একক** | **লক্ষ্যমাত্রা** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **২০20-২1** | **২০২1-২2** | **২০২2-২3** |
| **১** | **২** | **৩** | **৪** | **৫** | **৬** |
| 1. বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত কাজে নারীগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের সুযোগ | কর্মসংস্থানের সংখ্যা | সংখ্যা | ৭০০০ | ৭০০০ |  |
| 1. বসতি উন্নয়নের লক্ষ্যে ঊদ্ধারকৃত ভূমি বণ্টনে নারীদের অগ্রাধিকার | ভূমি প্রাপ্তির সংখ্যা | সংখ্যা | ৭২০০ | ৭৩০০ |  |

**7.০ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

**7.১ বিগত অর্থবছরে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের জন্য সুপারিকৃত কার্যাবলির অগ্রগতি**

| **ক্রমিক নং** | **বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি** | **অগ্রগতি** |
| --- | --- | --- |
| 1 | নদী ভাঙ্গনসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ নারী, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক মহিলা এবং শিশুর আলাদা তালিকা প্রস্তুতপূর্বক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেয়া | **বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসনে নারী,** বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক নারী এবং শিশুদের অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। |
| 2 | **পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূমিতে স্থানীয় নারী জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে বনায়নের উদ্যোগ নেয়া** | **বতর্মানে বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে আবশ্যিকভাবে পরিকল্পিত বনায়ন করার সংস্থান রাখা হচ্ছে এবং মুজিববর্ষে ইতোমধ্যে দেশব্যাপী প্রায় ১১ লক্ষ বৃক্ষরোপণ সম্পন্ন হয়েছে। এসব বনায়ন কার্যক্রমে স্থানীয় নারী জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।** |
| 3 | পানি উন্নয়ন বোর্ডের অবকাঠামোসমূহের নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনায় গ্রামীণ নারী জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা | পানি উন্নয়ন বোর্ডের অবকাঠামোসমূহের নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনায় গ্রামীণ নারী জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। |
| 4 | পানি ব্যবস্থাপনা পরিচালন সংক্রান্ত নীতি অনুযায়ী বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহে পানি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গঠিত গ্রুপসমূহে ৩৩% নারী সদস্য রাখার যে বিধান রাখা হয়েছে তা বাস্তবায়ন করা | **ইতোমধ্যে বহু প্রকল্পের** পানি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গঠিত গ্রুপসমূহে ৩৩% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে । নারীরা পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ ও পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসাবে নিয়োজিত আছেন । |
| 5 | ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌পানি সম্পদ সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে এবং পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা | ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌পানি সম্পদ সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে এবং পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়নে নারীর অংশগ্রহণের চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে । |
| 6 | বন্যা প্রতিরোধ, নদী ভাঙ্গন থেকে শহর রক্ষা, লবণাক্ততা থেকে উপকূলীয় ভূমি সংরক্ষণ ও জান-মাল রক্ষা, সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধার কার্যক্রমে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। যেমন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত প্রকল্প এলাকায় পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে মৎস্য চাষ কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেয়া | বাপাউবো হতে গৃহীত সেচ প্রকল্পসমূহে মৎস্য চাষ কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেয়ার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। আইএমআইপি-এপ্রকল্পের আওতায় মাছ চাষের জন্য খাল নির্বাচনের কাজ চলছে, এর জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট রাখা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে ৫০ জন সদস্যের মধ্যে ২০ জন মহিলা সদস্য রাখার বিধান রয়েছে। |
| 7 | পানি আইন অনুযায়ী পানির অপচয় ও অপব্যবহার রোধের জন্য নারীর মধ্যে সচেতনতা তৈরির জন্য নারীর অংশগ্রহণে সেমিনার, সভা, কর্মশালা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা | ইতোমধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহে পানির অপচয় ও অপব্যবহার রোধের জন্য নারীর মধ্যে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে নারীর অংশগ্রহণে সেমিনার, সভা, কর্মশালা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। |
| 8 | পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীদের অবদান, তাদের উদ্যোগ ও প্রশংসনীয় কাজ নিয়ে বিভিন্ন সেমিনার ও প্রচারণা চালানো | পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীদের অবদান, তাদের উদ্যোগ ও প্রশংসনীয় কাজ নিয়ে বিভিন্ন সেমিনার ও প্রচারণা চালানো হচ্ছে এবং তাদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। |
| 9 | **পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল দপ্তর/সংস্থায়/মাঠ পর্যায়ের অফিসে ডে-কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা** | **পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব ভবনে ডে-কেয়ার সেন্টার এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।** |
| 10 | **প্রতিবন্ধী নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা** | **পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জনবল নিয়োগে প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ রাখা হয়েছে।** |

**7.2 মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারী উন্নয়নে বিগত তিন বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**: পানি উন্নয়ন বোর্ডের সেচ, খাল খনন ও পুনঃখনন কার্যক্রমে গ্রামীণ নারীগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে প্রায় 0.৬০ কোটি জনদিবস কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণের লক্ষ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, মেরামত ও পুনর্বাসন এবং নিষ্কাশন খাল খনন/পুন:খনন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ কাঠামো (স্লুইস/রেগুলেটর) নির্মাণ/মেরামত, নদী তীর সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে নারীদের সম্পত্তি রক্ষা পাবে। এছাড়া পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীর অংশগ্রহণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা অনুসারে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনে ৩৩% নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকার বিধান রয়েছে। এর ফলে নারীর ক্ষমতায়নের পাশাপাশি তাদের আয়ও বৃদ্ধি পাবে। বিভিন্ন প্রকল্পে উদ্ধারকৃত খাস জমি দু:স্থ নারীদের মাঝে বন্টন করা হচ্ছে। চর ও জলাভূমি এলাকায় নির্মীয়মাণ ঘরবাড়ি দুঃস্থ নারীদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রকল্পে ফসলের বৈচিত্র্যকরণ, ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ, পুকুর ও খালগুলোতে মাছ চাষ, সামাজিক বনায়নসহ সকল ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে এবং সে মোতাবেক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে । বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাসসহ যে কোন প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগে নারী ও শিশুরা বেশি ক্ষতির শিকার হন। বন্যা পুর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়নের ফলে আগাম পুর্বাভাস প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। ফলে নারী ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাস পেয়েছে।

১৯৯৬ সালের চুক্তি অনুযায়ী গঙ্গা হতে পানির ন্যায্য হিস্যা প্রাপ্ত হয়ে সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে দেশের কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে এবং দারিদ্র বিমোচন ও নারী কর্মসংস্থানসহ নারী উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

**7.3 মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে নারীর জীবনমান:** পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পে নারীদের অংশগ্রহণের ফলে তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি তাদের সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পারিবারিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখছে। একই সাথে আর্থিক স্বচ্ছলতার ফলে তারা নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার পাশাপাশি তাদের শিশুদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে পারছে। ফলশ্রুতিতে, অপুষ্টিজনিত কারণে শিশু মৃত্যুহার কমছে এবং সেই সাথে তারা তাদের শিশুদের জন্য সুশিক্ষার ব্যবস্থাও করতে সক্ষম হচ্ছে।

**7.4 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে স্বাস্থ্য সেবা/সামাজিক নিরাপত্তা নারীর উন্নত জীবনযাপনের সাফল্যগাঁথা :**

|  |  |
| --- | --- |
| **সাফল্য গাঁথা-১**  মোছা: রেক্সোনা বেগম, স্বামী: মোঃ জামাল হোসেন, গ্রাম: আড়পাড়া, উপজেলা-সালিখা, জেলা: মাগুরা। ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়া ও কাজের প্রতি রেক্সোনার প্রবল আগ্রহ ছিল। কিন্তু এসএসসি পাশ করার পর হঠাৎ তার এ পথগুলো বন্ধ হয়ে যায়। অল্প বয়সে তার বিয়ে হয়। বিয়ের পর সংসার ভালোই চলছিল। অল্প বয়সেই তিনি দুই কন্যা সন্তানের মা হন। তার পরিবারের অন্য আরো সদস্য রয়েছেন। ক্রমবর্ধমান পরিবার এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে পরিবারে সবসময় অভাব অনটন দেখা দেয়। এই অবস্থায় তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে তার কিছু একটা করা দরকার। তাই তিনি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমম্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প - ফেজ২ (SAIWRPMP-AF) প্রকল্পের অধীনে একজন নিঃস্ব নারী হিসেবে ফটকি পানি ব্যবস্থাপনা দলে যোগদান করেন। তিনি ফটকি পানি ব্যবস্থাপনা দলের জীবন ও জীবিকায়ন উপ-কমিটির (Gender & Livelihood Sub-Committee) সদস্য হওয়ার মাধ্যমে একজন সফল উদ্যোক্তা হয়ে উঠেন। রোকসানা প্রথম দিকে নিজে কিছু সেলাই করে স্থানীয়ভাবে বিক্রি করতেন। এতে তার মাসিক ৪-৫ হাজার টাকা আয় হতো। অত্র প্রকল্প হতে সেলাই বিষয়ক মোটিভেশনাল ট্যুরের অংশ হিসেবে যশোরস্থ একটি সফল এনজিও “বাঁচতে শেখা”-তে নিয়ে যাওয়া হয়। | |
| D:\Ruksana begum Motivational tour.jpg |  |
| সেখান থেকে তিনি বিভিন্ন ধরনের সেলাই যেমন- নকশী কাঁথা, কাঁথাফোঁড়, ভরাট, সিরাপাতা, মোটরমালা, ধানফোঁড় ইত্যাদি কার্যক্রম পরিদর্শন করেন ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নেন। পরবর্তীতে তিনি এই কাজটিকে একটি শিল্প হিসেবে গ্রহণ করেন এবং একটি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তার প্রতিষ্ঠানে পানি ব্যবস্থাপনা দলের ১৮ জন দুঃস্থ নারী সদস্য কাজ করছেন। তিনি স্থানীয় এলাকার একাংশের চাহিদা পূরণ করে তার তৈরি কাঁথা ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করছেন। তার বর্তমান মাসিক আয় প্রায় ১৫,০০০-২০,০০০ হাজার টাকা। তিনি এই ব্যবসার উপার্জিত আয় থেকে পৃথক বাড়ি নির্মাণ এর জন্য একখন্ড জমি, ২টি গরু, ৫টি ছাগল এবং কিছু হাঁস ও মুরগি কিনেছেন। এই মাধ্যমগুলো থেকেও তার মাসিক কিছু টাকা আয় হয়। তার দুই সন্তানই এখন স্কুলে যাচ্ছে। রেক্সোনা এই ব্যবসা করার ক্ষেত্রে পরিবার থেকে সব ধরনের সহযোগিতা পাচ্ছেন। এই শিল্পকর্মে নিজেকে সম্পৃক্ত করে তিনি যতটা উপকৃত হয়েছেন, ততটাই উপকৃত হয়েছেন তার সঙ্গে থাকা পানি ব্যবস্থাপনা দলের ১৮ জন নারী সদস্য। তিনি পানি ব্যবস্থাপনা দলের সক্রিয় সদস্য হিসাবে এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছেন। | |

**8.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে** চ্যালেঞ্জ**সমূহ**

নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মন্ত্রণালয়কে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মূখীন হতে হয়। তা হলো : পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীর শ্রম, ভূমিকা ও অবদান মূল্যায়নে উদ্যোগের অভাব। সুবিধাভোগী নারীদের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাব। উন্নয়ন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে নারীর জন্য সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ না থাকা। যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণে সমসুযোগ না থাকা। উন্নয়ন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাজে নারীদের অংশগ্রহণে সচেতনতার অভাব। উন্নয়ন প্রকল্প সংশিষ্ট কাজে নারীদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন সামাজিক বাধা। নদী ভাঙন বা যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরবর্তী পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্থ নারী ও শিশুদের তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগের অভাব। কর্মক্ষেত্রে যাতায়াতের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা এবং দিবাযত্ন কেন্দ্র চালুকরণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাব।

**৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীর শ্রম, ভূমিকা, অবদান মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান করা।
* সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমকে আরো নারীবান্ধব করা এবং সুরক্ষার জন্য কর্মকৌশল প্রবর্তন করা।
* জেন্ডার ইস্যুকে এ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত সকল নীতি কৌশল ও কার্যক্রমসমূহের সাথে সমন্বয়সহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
* পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল দপ্তর/সংস্থা/মাঠ পর্যায়ের অফিসে ডে-কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা।
* নদী,খাল খনন/পুনঃখনন, বাধঁ, নদী তীর সংরক্ষণ কার্যক্রম, অবকাঠামো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, সেচ ও কৃষি কার্যক্রমের সঙ্গে আনুপাতিক হারে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
* জলবায়ূ পরিবর্তনজনিত কারণে বাস্তুচ্যুত পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা সুনির্দিষ্ট করা।
* নদীভাঙ্গনসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্ববর্তী সময়ে নারী ও কন্যা শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
* প্রতিবন্ধী নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী নারীর অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করা।